BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : KOLOHO-BIBAD, PORE THAKA BOSTU UTHANO, JULUM O KISAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْخُصُوْمَاتِ

অধ্যায় ঃ কলহ-বিবাদ

١٥٠٣. بَابُ مَايُذْكَرُ فِى الْاِشْخَاصِ وَالْخُصُوْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِ

১৫০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলিম ও ইয়াহূদীর মধ্যে কলহ-বিবাদ

٢٢٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ اَخْبَرَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ اٰيَةً، سَمِعْتُ مِنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِلاَفَهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ فَاَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

২২৫০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (আয়াতটি) অন্যরূপ পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই ঠিক পড়েছ। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাদানুবাদ করে ধ্বংস হয়েছে।

٢٢٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ

banglainternet.com

الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُونِي عَلٰى مُوسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسٰى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللّٰهُ

২২৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলিম, অন্যজন ইয়াহূদী। মুসলিম লোকটি বলল, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত প্রদান করেছেন। আর ইয়াহূদী লোকটি বলল, সে সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত দান করেছেন। এ সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজের হাত উঠিয়ে ইয়াহূদীর মুখে চড় মারল। এতে ইয়াহূদী ব্যক্তিটি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার এবং মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটে ছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মুসলিম ব্যক্তিটিকে ডেকে আনলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে ঘটনা বলল। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তারপর সকলের আগে আমার হুঁশ আসবে, তখন (দেখতে পাবো) মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার আগে হুঁশে এসেছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদেরকে বেহুঁশ হওয়া থেকে রেহাই দিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

٢٢٥٢ حَدَّثَنَا مُوسٰى ابْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَوْ حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُولٰى

banglainternet.com

২২৫২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখে আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডাক। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওকে মেরেছ? সে বলল, আমি তাকে বাজারে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আ)-কে সকল মানুষের উপর ফযীলত দিয়েছেন। আমি বললাম, হে খবীস, বল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরও কি? এতে আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরজনের উপর ফযীলত দিও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর যমীন ফাটবে এবং যারাই উঠবে, আমিই হব তাদের মধ্যে প্রথম। তখন দেখতে পাব মূসা (আ) আরশের একটি পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে ছিলেন, না তাঁর পূর্বেকার (তূর পাহাড়ের) বেহুঁশীই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

٢٢٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيْلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكِ اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

২২৫৩ মূসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী একটি দাসীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহূদীর নাম বলা হল– তখন সে দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইয়াহূদীকে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলিয়ে দেওয়া হল।

١٥٠٤. بَابُ مَنْ رَدَّ اَمْرَ السَّفِيْهِ وَالضَّعِيْفِ الْعَقْلِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْاِمَامُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْىِ ثُمَّ نَهَاهُ * وَقَالَ مَالِكٌ اِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَاشَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَاَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيْفِ وَنَحْوِهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ اِلَيْهِ وَاَمَرَهُ بِالْاِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَاِنْ اَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلَّذِىْ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَمْ يَاْخُذِ النَّبِىُّ ﷺ مَالَهُ

banglainternet.com

১৫০৪. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বোকা ও নির্বোধ ব্যক্তির লেন-দেন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও ইমাম (কাযী) তার লেন-দেনে বাধা আরোপ করেননি। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাদকা দানকারীকে নিষেধ করার পূর্বে সে যে সাদকা করছিল, নবী (সা) তাকে তা ফেরত দিয়েছেন। এরপর (অনুরূপ অবস্থায়) তাকে সাদকা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কারো উপর যদি ঋণ থাকে এবং তার কাছে একটি গোলাম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, আর সে যদি গোলামটি আযাদ করে তবে তার এ আযাদ করা জায়িয নয়। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ বা এ ধরনের কোন লোকের সম্পত্তি বিক্রি করে এবং বিক্রি মূল্য তাকে দিয়ে দেয় ও তাকে তার অবস্থার উন্নতি ও অর্থকে যথাযথ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে দেয় তাহলে সে তাকে অর্থ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে। কেননা, নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোককে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হত, তাকে তিনি ﷺ বলেছেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে দিবে, ধোঁকা দিবে না। আর নবী ﷺ তার মাল গ্রহণ করেননি।

٢٢٥٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ فَكَانَ يَقُوْلُهُ

২২৫৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়া হত। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না। এরপর সে এ কথাই বলত।

٢٢٥٥ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

২২৫৫ আসিম ইব্ন আলী (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। নবী ﷺ তার গোলাম আযাদ করে দেয়া রদ করে দিলেন। পরে সে গোলামটি তার থেকে নুআইম ইব্ন নাহহাম ক্রয় করে নিলেন।

banglainternet.com

١٥٠٥. بَابُ كَلَامِ الْخُصُوْمِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

১৫০৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিবাদমানদের পরস্পরের কথাবার্তা

٢٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ وَ بَيْنِيْ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

২২৫৬ মুহাম্মদ (র.)....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলিমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তা হলে সে আল্লাহ্র সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। আশআস (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম। এটা আমার সম্পর্কেই ছিল, আমার ও এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে যৌথ মালিকানায় এ খণ্ড জমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি (নবী ﷺ) ইয়াহূদীকে বললেন, তুমি কসম কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা (এ আয়াত) নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ৭৭)।

٢٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَيِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ

banglainternet.com

২১৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের মধ্যে ইব্ন আবূ হাদরাদের কাছে তার প্রাপ্য ক'র্জের তাগাদা করেন। তাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল, এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। তিনি (নবী ﷺ) হুজরার পর্দা তুলে

বাইরে এলেন এবং হে কা'ব! বলে ডাকলেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ করে দিতে বললেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মাফ করে দিলাম, তিনি (নবী ﷺ) ইব্ন আবূ হাদরাদকে বললেন, উঠ, কর্জ পরিশোধ করে দাও।

٢٢٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَنِيْهَا وَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ عَلٰى غَيْرِ مَااَقْرَاْتَنِيْهَا فَقَالَ لِيْ اَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِقْرَأْ فَقَرَاَ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَا فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

২২৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে সূরা ফুরকান আমি যেভাবে পড়ি তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনলাম। আর যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তার সালাত শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন, আমি তাকে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনেছি। নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিতে আমাকে বললেন। তারপর তাকে পড়তে বললেন, সে পড়ল। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপ নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও তখন পড়লাম। আর তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাই যেরূপ সহজ হয় তোমরা সেরূপেই তা পড়।

١٥٠٦. بَابُ اِخْرَاجِ اَهْلِ الْمَعَاصِيْ وَالْخُصُوْمِ مِنَ الْبُيُوْتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ اَخْرَجَ عُمَرُ اُخْتَ اَبِيْ بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ

১৫০৬. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহ্ ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর ঘর থেকে বের করে দেওয়া। আবূ বকর (রা.)-এর বোন যখন বিলাপ করছিলেন তখন উমর (রা.) তাকে (ঘর থেকে) বের কর দিয়েছিলেন

banglainternet.com

٢٢٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

২২৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত আদায় করার আদেশ করব। সালাত দাঁড়িয়ে গেলে পর যে সম্প্রদায় সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই।

١٥٠٧. بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

১৫০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির ওসী হওয়ার দাবী

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصَانِىْ اَخِىْ اِذَا قَدِمْتُ اَنْ اَنْظُرَ ابْنَ اَمَةِ زَمْعَةَ، فَاَقْبِضَهُ فَاِنَّهُ ابْنِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ

২২৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দ ইব্ন যামআ ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) যামআর দাসীর পুত্র সংক্রান্ত বিবাদ নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ভাই আমাকে ওসীয়াত করে গেছেন যে, আমি (মক্কায়) পৌছলে যেন যামআর দাসীর পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখি, দেখতে পেলে যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কেননা সে তার পুত্র। আব্দ ইব্ন যামআ (রা.) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। নবী ﷺ উত্বার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন, তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমিই তার হক্দার। হে আবদ ইব্ন যামআ! সন্তান যার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে তারই হয়। হে সাওদা, তুমি তার থেকে পর্দা কর।

banglainternet.com

١٥٠٨. بَابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشٰى مَعَرَّتُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ

১৫০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বন্দী করা। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফরযসমূহ শিখাবার উদ্দেশ্যে ইব্ন আব্বাস (রা.) ইকরিমাকে পায়ে বেড়ী দিয়ে আটকিয়ে রাখতেন

٢٢٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِىْ يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ

২২৬১ কুতায়বা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে এক অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সরদার বনূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামের একজন লোককে গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সুমামা তোমার কি খবর? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে ভাল খবর আছে। সে (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করল। নবী ﷺ বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

١٥٠٩. بَابُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِى الْحَرَمِ ، وَاشْتَرٰى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ عَلٰى اَنَّ عُمَرَ اِنْ رَضِىَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَاِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ اَرْبَعُمِائَةِ دِيْنَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ

১৫০৯ পরিচ্ছেদ ঃ হারাম শরীফে (কাউকে) বেঁধে রাখা এবং বন্দী করা। নাফি' ইব্ন আবদুল হারিস (রা.) কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর ক্রয় করেছিলেন যে, যদি উমর (রা.) রাযী হন তবে ক্রয় পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাযী না হন তা হলে সাফওয়ান চারশত দিনার পাবে। ইব্ন যুবায়র (রা.) মক্কায় বন্দী করেছেন

٢٢٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ

banglainternet.com

২২৬২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নাজদে একদল অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা বনূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামক ব্যক্তিকে নিয়ে এল এবং তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

١٥١٠. بَابُ الْمُلاَزَمَةِ

১৫১০. পরিচ্ছেদ ঃ (ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির) পিছনে লেগে থাকা

٢٢٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَاكَعْبُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২২৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামী (রা.)-এর কাছে তাঁর কিছু পাওনা ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং পিছনে লেগে থাকলেন। তাঁরা উভয় কথা বলতে লাগলেন, এমনকি এক পর্যায়ে তাঁদের উভয়ের আওয়ায উঁচু হল। নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন, হে কা'ব, উভয় হাত দিয়ে তিনি ইশারা করলেন; যেন অর্ধেক (গ্রহণ করার কথা) বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি (কা'ব) তার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ করলেন এবং অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

١٥١١. بَابُ التَّقَاضِيْ

১৫১১. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণের তাগাদা করা

٢٢٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ، قَالَ فَدَعْنِيْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَاُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ اَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ : اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا الْاٰيَةَ

banglainternet.com

২২৬৪ ইসহাক (র.).... খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আস ইব্ন ওয়ায়লের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তাঁর কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। আমি বললাম, তা হতে পারে না, আল্লাহ্‌র কসম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমার মৃত্যু ঘটায় এবং তোমার পুনরুত্থান না হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় এবং পুনরুত্থান না হয় আমাকে অব্যাহতি দাও। তখন আমাকে মাল ও সন্তান দেয়া হবে এরপর তোমার পাওনা পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (১৯ ঃ ৭৭)।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় ঃ পড়েথাকা বস্তু উঠান

١٥١٢. بَابٌ اِذَا اَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلاَمَةِ دَفَعَ اِلَيْهِ

১৫১২. পরিচ্ছেদ ঃ পড়েথাকা বস্তুর মালিক আলামতের বিবরণ দিলে মালিককে ফিরিয়ে দিবে

٢٢٦٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَخَذْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ ثَالِثًا فَقَالَ اِحْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَ وِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا

২২৬৫ আদম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশ' দীনার ছিল এবং আমি (এটা নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু এটি সনাক্ত করার মত লোক পেলাম না। তখন আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, থলে ও এর প্রাপ্ত বস্তুর সংখ্যা এবং এর বাঁধন স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক আসে (তাকে দিয়ে দিবে।) নতুবা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর আমি তা ভোগ করলাম। (শু'বা র. বলেছেন) আমি এরপর মক্কায় সালামা (র.)-এর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিন বছর কিংবা এক বছর তা আমার মনে নেই।

banglainternet.com

١٥١٣. بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ

১৫১৩. পরিচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া উট

٢٢٦٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْلِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ

২২৬৬ আম্‌র ইব্‌ন আব্বাস (র.)..... যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন এসে নবী ﷺ-কে পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিতে থাক। এরপর থলে ও তার বাঁধন স্মরণ রাখ। এর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাকে তার বিবরণ দেয় (তবে তাকে দিয়ে দিবে), নতুবা তুমি তা ব্যবহার করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বস্তু যদি বক্‌রী হয়? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বলল, হারানো বস্তু উট হলে? নবী ﷺ -এর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ﷺ বললেন, এতে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথেই (জুতার ন্যায়) ক্ষুর ও পানির পাত্র রয়েছে, সে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে।

١٥١٤. بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ

১৫১৪ পরিচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া বকরী

٢٢٦٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَالَ اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُوْلُ يَزِيْدُ اِنْ لَمْ تُعْرَفْ اِسْتَنْفِقْ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الَّذِيْ لاَ اَدْرِيْ اَفِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ

banglainternet.com

لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزِيْدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا

২২৬৭ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাবীর বিশ্বাস যে নবী ﷺ বলেছেন, থলেটি এবং তার বাঁধন চিনে রাখ। এরপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। ইয়াযীদ (র.) বলেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আমার জানা নেই যে, এ কথাটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, না তিনি নিজ থেকে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া বক্‌রী সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নবী ﷺ বললেন, এটা নিয়ে নাও। তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। ইয়াযীদ (র) বলেন, এটাও ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর আবার সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী ﷺ বলেছেন, এটা ছেড়ে দাও। এর সাথেই রয়েছে তাঁর ক্ষুর ও তার পানির পাত্র। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে, যতক্ষণ না এর মালিক একে ফিরে পায়।

١٥١٥. بَابٌ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

১৫১৫ পরিচ্ছেদ ঃ এক বছরের পরেও যদি পড়েথাকা বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তা হলে সেটা যে পেয়েছে তারই হবে

٢٢٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি ﷺ বললেন, থলেটি এবং এর বাঁধন চিনে রাখ। তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। যদি মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দাও) আর যদি না আসে তা তোমার দায়িত্ব। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, যদি বকরী হারিয়ে যায়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের নতুবা সেটা নেকড়ের। তারপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এতে তোমার কি? এর

banglainternet.com

সাথেই এর পানির পাত্র ও পায়ের ক্ষুর রয়েছে। মালিক তাকে না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে।

١٥١٦. بَابٌ اِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ اَوْ سَوْطًا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَاِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَاَخَذَهَا لِاَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ

১৫১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে কাঠ বা চাবুক বা এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে লায়ছ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং পুরা ঘটনা বর্ণনা করেন। (শেষ পর্যায়ে বলেন) সে ব্যক্তি দেখতে বের হল, হয়ত কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে। তখন সে একটি কাঠ দেখতে পেল। এবং তা পরিবারের জন্য জ্বালানী কাঠ হিসাবে নিয়ে এল। যখন তাকে চিরে ফেলল তখন সে (এর মধ্যে) তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

١٥١٧. بَابٌ اِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ

১৫১৭. পরিচ্ছেদ ঃ পথে খেজুর পাওয়া গেলে

٢٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّيْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا * وَقَالَ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ ح وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ حَدَّثَنَا اَنَسٌ

২২৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে এটি সাদকার খেজুর তা হলে আমি এটা খেতাম।

banglainternet.com

٢٢٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ

سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِيْ فَارْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا

২২৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সাদকার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই।

١٥١٨. بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ اَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا لِمُنْشِدٍ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ

১৫১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের কিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে। তাউস (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। খালিদ (র.) ইকরিমা (র.)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেখানকার গাছ কাটা যাবে না, সেখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়েথাকা জিনিস যে ঘোষণা দিবে, সে ব্যতীত অন্য কারো জন্য তুলে নেওয়া হালাল হবে না, সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইযখির (এক প্রকার ঘাস) ব্যতীত। তখন তিনি ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)

banglainternet.com

٢٢٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِى وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِىْ فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَتَحِلُّ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدِىَ وَاِمَّا اَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِاَبِىْ شَاةٍ قُلْتُ لِلاَوْزَاعِىِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِىْ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২২৭১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ -কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি। এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারুর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারুর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেওয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয় তবে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদ্ইয়া গ্রহণ অথবা কিসাস। আব্বাস (রা) বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হলো)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ শাহ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে লিখে দিন। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। (ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম বলেন) আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে লিখে দিন-তাঁর এ উক্তির অর্থ কি? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, তা লিখে দিন।

banglainternet.com

١٥١٩. بَابُ لاَ تُحْلَبُ مَاشِيَةُ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ

১৫১৯. পরিচ্ছেদ ঃ অনুমতি ব্যতীত কারো পশু দোহন করা যাবে না

٢٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

২২৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার তোশাখানায় কোন লোক এসে ভাণ্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাণ্ডারের শস্য নিয়ে যায় ? তাদের পশুগুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।

١٥٢٠. بَابُ اِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لاَنَّهَا وَدِيْعَةٌ عِنْدَهُ

১৫২০ পরিচ্ছেদ ঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এক বছর পরে আসলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিবে। কারণ সেটা ছিল তার কাছে আমানত স্বরূপ

٢٢٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ خُذْهَا، فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৭৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)..... যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার বাঁধন স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ হারিয়ে যাওয়া বস্তু

banglainternet.com

বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তা তুমি নিয়ে নাও। কেননা, সেটা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের। সে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বস্তু উট হলে কি করতে হবে? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন এমনকি তাঁর উভয় গাল লাল হয়ে গেল অথবা রাবী বলেন, তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, এতে তোমার কি? তার সাথে তার ক্ষুর ও মশক রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মালিক তার সন্ধান পেয়ে যাবে।

١٥٢١. بَابُ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيْعُ حَتّٰى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَيَسْتَحِقُّ

১৫২১. পরিচ্ছেদ ঃ পড়ে থাকা বস্তু যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সে জন্য তা তুলে নিবে কি?

٢٢٧٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِيْ اَلْقِهِ قُلْتُ لاَ، وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَاِلاَّ اِسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِعْرِفْ عِدَّتَهَا وَ وِكَاءَهَا وَ وِعَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ اِسْتَمْتِعْ بِهَا

২২৭৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.)..... সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহানের সঙ্গে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে এটা ফেলে দিতে বললেন। আমি বললাম, না, এর মালিক এলে এটা আমি তাকে দিয়ে দিব। নতুবা আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম; এরপর যখন মদীনায় গেলাম তখন উবাই ইব্ন কাআব (রা.)-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, এর মধ্যে একশ' দিনার ছিল। আমি এটা নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার

banglainternet.com

তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি ﷺ বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার কর।

٢٢٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لاَ اَدْرِى اَثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا

২২৭৫ আবদান (র.).... সালামা (র.) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা-(র.) বলেন যে, আমি উবাই ইব্ন কা'আব (রা.)-এর সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি (এ হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার স্মরণ নেই যে, নবী ﷺ তিন বছর যাবত না এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে বলেছেন।

١٥٢٢. بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا اِلَى السُّلْطَانِ

১৫২২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু তা সরকারের কাছে জমা দেয় নি

٢٢٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَ وِكَائِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا، وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِىَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ

২২৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে জনৈক বেদুঈন পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত এটার ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ আসে এবং তার থলে ও বাঁধন সম্পর্কে বিবরণ দেয়, (তা হলে তাকে ফিরিয়ে দাও।) নতুবা তুমি নিজে সেটা ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ﷺ বললেন, সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথে মশক ও ক্ষুর রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায়, গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। তারপর সে তাঁকে ﷺ হারিয়ে যাওয়া বকরী, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের, আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের।

banglainternet.com

١٥٢٣ بَابٌ

১৫২৩. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٢٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ، فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لِيْ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْاُخْرٰى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فِيْهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ

২২৭৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র.)..... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে মদীনার দিকে) যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা হল। সে তার বকরীগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার রাখাল। সে কুরয়শ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীর দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ দিব। তখন আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি তাকে এর ওলান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নিতে এবং তার হাতও পরিষ্কার করে নিতে বললাম। সে তদ্রূপ করল। এক হাত দিয়ে অপর হাত ঝেড়ে সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি পাত্র রেখেছিলাম। যার মুখে কাপড়ের টুকরা রাখা ছিলো। তা থেকে আমি দুধের উপর (পানি) ঢেলে দিলাম। এতে দুধ নীচ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি পান করুন। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি আনন্দিত হলাম।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَبْوَابُ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ

অধ্যায় ঃ যুল্‌ম ও কিসাস

١٥٢٤. بَابٌ فِى الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ ، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِى، رُءُ وسِهِمْ رَافِعِى رُءُ وسَهُمَ الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ لَايَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ يَعْنِىْ جُوْفًا لَاعُقُوْلَ لَهُمْ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ : مُهْطِعِيْنَ مُدِيْمِىْ النَّظَرِ وَيُقَالُ مُسْرِعِيْنَ

১৫২৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুল্‌ম ও ছিনতাই। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তুমি কখনও মনে করবে না যে, জালিমরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল। তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যে দিন তাদের চোখগুলো হবে স্থীর, ভীত বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪২-৪৩) مُقْنِعِ رُءُ وسِهِمْ অর্থ উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে। اَلْمُقْنِعُ এবং اَلْمُقْمِحُ সমার্থক শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, مُهْطِعِيْنَ অর্থ দৃষ্টি অবনত করে। هواء শব্দের অর্থ জ্ঞানশূন্য। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ) যে দিন তাদের শাস্তি আসবে, সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করুন। তখায় জালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন। আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব..... আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। (সূরা-ঐ)

١٥٢٥. بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

১৫২৫. পরিচ্ছেদ ঃ অপরাধের দণ্ড

٢٢٧٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتّٰى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا، اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهِ ، لَاَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ، اَدَلُّ بِمَسْكَنِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا * وَقَالَ يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ -

২২৭৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেরূপ চিনত, তার চাইতে অধিক তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।

١٥٢٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

১৫২৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহ্র লা'নত. (১১ ঃ ১৮)

٢٢٧٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اٰخِذٌ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّجْوٰى، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَيْ رَبِّ حَتّٰى قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِيْ نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ

فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

২২৭৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... সাফওয়ান ইব্‌ন মুহ্‌রিয আল-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

١٥٢٧. بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

১৫২৭.পরিচ্ছেদ ঃ মুসলমান মুসলমানের প্রতি জুলুম করবে না এবং তাকে অপমানিতও করবে না।

٢٢٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

banglainternet.com

١٥٢٨. بَابُ اَعِنْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

১৫২৮. পরিচ্ছেদ ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক বা মাযলুম

٢٢٨١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

২২৮১ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। (অর্থাৎ জালিম ভাইকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং মাজলুম ভাইকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করবে)।

٢٢٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَاْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

২২৮২ মুসাদ্দাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ মাজলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি ﷺ বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে। (অর্থাৎ তাকে যুলুম করতে দিবে না)।

١٥٢٩. بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ

১৫২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মাজলুমকে সাহায্য করা

٢٢٨٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ ، وَاِجَابَةَ الدَّاعِىْ وَاِبْرَارَ الْمُقْسِمِ

২২৮৩ সাঈদ ইব্‌ন রাবী' (র.)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন, পীড়িতের খোঁজখবর নেওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া, মাজলুমকে সাহায্য করা, আহবানকারীর প্রতি সাড়া দেওয়া, কসমকারীকে দায়িত্ব মুক্ত করা।

banglainternet.com

٢٢٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ

২২৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এক মু'মিন আর এক মু'মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

١٥٣٠. بَابُ الْاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ، وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ، قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ اَنْ يُسْتَذَلُّوْا فَاِذَا قَدَرُوْا عَفَوْا

১৫৩০. পরিচ্ছেদ ঃ জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ শ্রবণকারী, জ্ঞানী। (৪ ঃ ১৪৮) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪২ ঃ ৩৯) ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অপমানিত হওয়াকে পসন্দ করতেন না, তবে ক্ষমতা লাভ করলে মাফ করে দিতেন।

١٥٣١. بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُوْمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ ، اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ ، وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِىٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيْلٍ

১৫৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলূমকে মাফ করে দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা গোপনে করলে অথবা দোষ ক্ষমা করলে আল্লাহ্‌ও দোষ

মোচনকারী, শক্তিমান (৪ ঃ ১৪৯)। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, কিন্তু যে মাফ করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। তিনি জালিমদের পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপর যুল্‌ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং মাফ করে দেয়, এতো হবে দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ। আল্লাহ্‌ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন এবং পর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। জালিমরা (কিয়ামতের দিন) যখন শাস্তি দেখবে, তখন আপনি তাদের বলতে শুনবেন প্রত্যাবর্তনের কোন পথ আছে কি? (৪২ ঃ ৪০–৪৪)।

١٥٣٢. بَابُ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৫৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যুল্‌ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে

٢٢٨٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮৫ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যুল্‌ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।

١٥٣٣. بَابُ الْاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

১৫৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা

٢٢٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

banglainternet.com

২২৮৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).... ইব্‌ন আব্‌বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মুআয (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

١٥٣٤. بَابٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ

১৫৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলুম জালিমকে মাফ করে দিল; এমতাবস্থায় সে জালিমের যুল্‌মের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

٢٢٨٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِاَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ اِنَّمَا سُمِّىَ الْمَقْبُرِىَّ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ هُوَ مَوْلٰى بَنِىْ لَيْثٍ وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاِسْمُ اَبِىْ سَعِيْدٍ كَيْسَانُ

২২৮৭ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন উয়াইস (র.) বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) কবর স্থানের পার্শ্বে অবস্থান করতেন বলে তাকে আল-মাকবুরী বলা হত। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) এও বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী হলেন, বনূ লাইসের আযাদকৃত গোলাম। ইনি হলেন সাঈদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ। আর আবূ সাঈদের নাম হলো কায়সান।

١٥٣٥. بَابٌ اِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوْعَ فِيْهِ

১৫৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কারো যুলম মাফ করে দেয়, তবে সে যুলমের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না

banglainternet.com

٢٢٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : وَاِنْ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا ، قَالَتْ :

الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَانِيْ فِيْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ

২২৮৮ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ ঃ ১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিনি ('আয়িশা) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

١٥٣٦. بَابٌ اِذَا اَذِنَ لَهُ اَوْ حَلَّلَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

১৫৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাকে মাফ করে, কিন্তু কি পরিমাণ মাফ করল তা ব্যক্ত করেনি

٢٢٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ

২২৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু পানীয় দ্রব্য আনা হল। তিনি ﷺ তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ﷺ ডান দিকে বসা ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি ﷺ বালকটিকে বললেন, এ বয়োজ্যেষ্ঠেদেরকে দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দিবে কি? তখন বালকটি বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানির পেয়ালাটা তার হাতে ঠেলে দিলেন।

١٥٣٧. بَابُ اِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ

১৫৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুলম করে নিয়ে নেয় তার গুনাহ

banglainternet.com

٢٢٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২২৯০ আবুল ইয়ামান (র.).... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

٢٢٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২২৯১ আবূ মা'মার (র.)..... আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। 'আয়িশা (রা.) -এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

٢٢٩٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِىْ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اِنَّمَا اَمْلٰى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ

২২৯২ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).... সালিম (রা.) -এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও নিয়ে নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) কর্তৃক খুরাসানে রচিত হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি বসরায় লোকজনকে শুনানো হয়েছে।

banglainternet.com

١٥٣٨. بَابٌ اِذَا اَذِنَ اِنْسَانٌ لِاٰخَرَ شَيْئًا جَازَ

১৫৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়িয

٢٢٩٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ

২২৯৩ হাফ্স ইব্ন উমর (র.)..... জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় কিছু সংখ্যক ইরাকী লোকের সঙ্গে ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইব্ন যুবাইর (রা.) আমাদেরকে খেজুর খেতে দিতেন। ইব্ন উমর (রা.) আমাদের কাছ দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া এক সাথে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ اَبُو شُعَيْبٍ اِصْنَعْ لِيْ طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّيْ اَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاَبْصَرَ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوْعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدِ اتَّبَعَنَا اَتَاْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ

২২৯৪ আবূ নু'মান (র.)..... আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ শুয়াইব (রা.) নামক এক আনসারীর গোশত বিক্রেতা একজন গোলাম ছিল। একদিন আবূ শুয়াইব (রা.) তাকে বললেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি আশা করছি যে নবী ﷺ-কে দাওয়াত করব। আর তিনি হলেন উক্ত পাঁচজনের একজন। উক্ত আনসারী নবী ﷺ -এর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই তিনি তাঁকে ﷺ দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আরেকজন লোক আসলেন, যাকে দাওয়াত করা হয়নি। তখন নবী ﷺ (আনসারীকে) বললেন, এ আমাদের পিছে পিছে চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

١٥٣٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

১৫৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অতি ঝগড়াটে (২ ঃ ২০৪)

banglainternet.com

٢٢٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ

২২৯৫ আবূ আসিম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।

١٥٤٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

১৫৪০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে না হক বিষয়ে ঝগড়া করে, তার অপরাধ

٢٢٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّهَا اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَدَقَ فَاَقْضِيَ لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

২২৯৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি ﷺ তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। (তাঁর ﷺ কাছে বিচার চাওয়া হলো) তিনি ﷺ বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

١٥٤١. بَابٌ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

১৫৪১. পরিচ্ছেদ ঃ ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার

٢٢٩٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ اَرْبَعٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

BanglaInternet.com

২২৯৭ বিশর ইব্ন খালিদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মধ্যে, এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (৩) যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে (৪) যখন ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

١٥٤٢. بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوْمِ اِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ : وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ

১৫৪২. পরিচ্ছেদ ঃ জালিমের মাল যদি মাজলুমের হস্তগত হয়, তবে তা থেকে সে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। ইব্ন সীরীন (র.) বলেন, তার প্রাপ্য যতটুকু, ততটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং তিনি (কুরআনুল কারীমের এ আয়াত) পাঠ করেন ঃ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (১৬ ঃ ২৬)।

٢٢٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَاحَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ

২২৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উতবা ইব্ন রবীআর কন্যা হিন্দা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ (আমার স্বামী) আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। তার সম্পদ থেকে যদি আমার সন্তানদের খেতে দেই, তা হলে আমার কোন গুনাহ্ হবে কি? তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে খেতে দাও তা হলে কোন তোমার গুনাহ্ হবে না।

٢٢٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِنَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوْنَنَا فَمَاتَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاُمِرَ لَكُمْ بِمَايَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

banglainternet.com

২২৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে বললাম, আপনি যখন আমাদের কোন অভিযানে পাঠান, আর আমরা এমন কাওমের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন কাওমের কাছে অবতরণ কর এবং তোমাদের জন্য যদি উপযুক্ত মেহমানদারীর আয়োজন করা হয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে মেহমানের হক আদায় করে নিবে।

١٥٤٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِى سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ

১৫৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছায়া-ছাউনী প্রসঙ্গে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বনূ সাঈদার ছায়া ছাউনীতে বসেছিলেন

٢٣٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِك وَأَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوْا فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ

২৩০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবী ﷺ-কে তাঁর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিলেন, তখন আনসারগণ বনূ সাঈদা গোত্রের ছায়া ছাউনীতে গিয়ে সমবেত হলেন। আমি আবূ বকর (রা.)-কে বললাম, আমাদের সঙ্গে চলুন। এরপর আমরা তাদের নিকট সাকীফাহ বনূ সাঈদাতে গিয়ে পৌঁছলাম।

١٥٤٤. بَابٌ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ

১৫৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে বাঁধা না দেয়

٢٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِىْ جِدَارِهِ . ثُمَّ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ يَقُوْلُ

banglainternet.com

২৩০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্র কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।

١٥٤٥. بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِى الطَّرِيْقِ

১৫৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তায় মদ ঢেলে দেওয়া।

٢٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِىْ مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِىْ اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ ، اُخْرُجْ فَاَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِىَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا الْاٰيَةَ

২৩০২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম আবূ ইয়াহ্ইয়া (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন থেকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবূ তালহা (রা.) আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস (রা.) বলেন, সে দিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না (৫ ঃ ৯৩)।

١٥٤٦. بَابُ اَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوْسِ فِيْهَا وَالْجُلُوْسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَابْتَنَى اَبُوْ بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ

banglainternet.com

১৫৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরের আঙিনা ও তাতে বসা এবং রাস্তার উপর বসা। 'আয়িশা (রা.) বলেন,আবূ বকর (রা.) তাঁর বাড়ীর আঙিনায় মসজিদ বানালেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানেরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকরের অবস্থা দেখে বিস্মিত হত। সে সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন।

٢٣٠٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَالَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمِ الاَّ الْمَجَالِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ ، قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذٰى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

২৩০৬ মুআয ইব্ন ফাযালা (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি ﷺ বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি ﷺ বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

١٥٤٧. بَابُ الْاٰبَارِ عَلَى الطَّرِيْقِ اِذَا لَمْ يُتَاَذَّ بِهَا

১৫৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তায় কূপ খনন করা, যদি তাতে কারো কষ্ট না হয়

٢٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا فَقَالَ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ

banglainternet.com

২৩০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেলো, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ্ তার এ কাজ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে? তিনি ﷺ বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই সাওয়াব রয়েছে।

١٥٤٨. بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذٰى وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

১৫৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হাম্মাম (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকাস্বরূপ।

١٥٤٩ بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلِيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِى السُّطُوْحِ وَغَيْرِهَا

১৫৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ছাদ ইত্যাদির উপর উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা ও কক্ষ নির্মাণ করা

٢٣٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

২৩০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ মদীনার এক টিলার উপর উঠে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? যে তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের মত ফিত্না বর্ষিত হচ্ছে।

٢٣٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ

banglainternet.com

لَهُمَا: اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْاِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتّٰى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا: اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَقَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ ، فَقَالَ : اِنِّى كُنْتُ وَجَارٌلِى مِنَ الْاَنْصَارِ فِى بَنِى اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْاَمْرِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَاْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَاَتِى فَرَاجَعَتْنِى فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِى فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلَ فَاَفْزَعَنِى فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ اَىْ حَفْصَةُ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ اَفَتَاْمَنُ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْنَ لَاتَسْتَكْثِرِى عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِىْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَاسْاَلِيْنِى مَابَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِىَ اَوْضَاُ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِىْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِى ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَ تْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْهُ وَاَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَصَلَّيْتُ صَلٰوةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِىَ تَبْكِىْ قُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَوَلَمْ اَكُنْ حَذَّرْتُكِ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِى هُوَ ذَا فِى الْمَشْرُبَةِ

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِىْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِى هُوَ فِيْهَا فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ اَسْوَدَ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَاِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِى، قَالَ اَذِنَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَىَّ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَانِسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِى وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَاَيْتَنِى وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِىَ اَوْضَاُ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِىْ فِى بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَارَاَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اُهْبَةِ ثَلاَثَةٍ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَ فِى شَكٍّ اَنْتَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرْلِى فَاعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا اَنَابِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَدَاَبِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّخْيِيْرِ فَبَدَاَبِىْ اَوَّلَ امْرَاَةٍ فَقَالَ اِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا وَلاَ

banglainternet.com

عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِى حَتّٰى تَسْتَأْمِرِى اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ اَعْلَمُ اَنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِى بِفِرَاقِكَ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِى هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ، قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِى هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ، فَاِنِّى اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

২৩০৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে ঐ দু'সহধর্মিণী সম্পর্কে উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ যদি তোমরা দু'জনে তাওবা করো (তা হলে সেটাই হবে কল্যাণকর)। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে। একবার আমি তাঁর (উমর রা.-এর) সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা করলাম। তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উযূ করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে দু'সহধর্মিণী কারা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "যদি তোমরা দু'জন তাওবা কর (তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের বিষয় যে, তুমি তা জানো না। তারা দু'জন হলেন 'আয়িশা ও হাফসা (রা.) (অতঃপর উমর (রা.) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম, আমি যে দিন যেতাম সে দিনের খবর (ওয়াহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন। আর আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে আসলাম তখন তাদেরকে এমন পেলাম, যাদের নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। তার এই প্রতিউত্তর আমার পসন্দ হলো না। তখন সে আমাকে বলল, আমার প্রতিউত্তর তুমি অসন্তুষ্ট হও কেন? আল্লাহ্র কসম! নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীরাওতো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন সহধর্মিণী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকেন। একথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, যিনি এরূপ করেছেন তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারপর আমি জামা কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে বললাম, হে হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অসন্তুষ্ট রাখে। সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে বরবাদ

এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন। এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লা ﷺ -এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর দিও না এবং তাঁর থেকে পৃথক থেকো না। তোমার কোন কিছুর দরকার হয়ে থাকলে আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অধিক প্রিয় এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তিনি উদ্দেশ্য করেছেন 'আয়িশা (রা.)-কে। সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো যে, গাস্সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তার পালার দিন নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং ঈশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর রা.) কি ঘুমিয়েছেন? তখন আমি ঘাবড়িয়ে তাঁর কাছে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাস্সানের লোকেরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চাইতেও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি ﷺ তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেইনি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন। আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে আসলাম, দেখি যে লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার উদ্যোগ প্রবল হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কোঠায় ছিলেন, আমি সে কোঠার কাছে আসলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর। সে প্রবেশ করে নবী ﷺ -এর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার আবার উদ্বেগ প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম। সে এসে আগের মতই বলল। আমি আবার মিম্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর আমার উদ্বেগ আবার প্রবল হল আমি গোলামের কাছে এসে বললাম, (উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর) এবারও সে আগের মতই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাই এর উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়েই আবার আরয করলাম আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তখন তিনি আমার দিকে চোখ

তুলে তাকালেন এবং বললেন, না। তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূলভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ দেখুন, আমরা কুরায়েশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর যখন আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এতে নবী ﷺ মুচকি হাঁসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন যে,আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে একথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিণী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবী ﷺ-এর অধিক প্রিয়। এ কথা দ্বারা তিনি 'আয়িশা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। নবী ﷺ আবার মুচকি হাঁসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ﷺ ঘরের ভিতর এদিক সেদিক দৃষ্টি কর'লাম। কিন্তু তাঁর ﷺ ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মত আর কিছুই দেখতে পেলাম না, তখন আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব (অনেক প্রাচুর্য) দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। তিনি ﷺ তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইব্ন খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার জন্য ক্ষমার দু'আ করুন। হাফসা (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ কথা প্রকাশ করলেই নবী ﷺ সহধর্মিণীদের থেকে আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এক মাস তাদের কাছে যাবো না। তাঁদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভীষণ রাগের কারণে তা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যখন ঊনত্রিশ দিন কেটে গেলো, তিনি সর্বপ্রথম আয়িশা (রা.)-এর কাছে এলেন। 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা ঊনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি, যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করে রেখেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। আর মূলতঃ এ মাসটি ঊনত্রিশ দিনেরই ছিল। 'আয়িশা (রা.) বলেন, যখন ইখ্তিয়ারের আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এর জওয়াবে তুমি তাড়াহুড়া করবে না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ এ কথা জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর ﷺ থেকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দিবেন না। তারপর নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ হে নবী, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন।..... মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (৩৩ঃ ২৮, ২৯) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার কাছে কি পরামর্শ নিব? আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সাফল্য) পেতে চাই। তারপর তিনি ﷺ তাঁর অন্য সহধর্মিণীদেরকেও ইখ্তিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে সে একই জবাব দিলেন, যা 'আয়িশা (রা.) দিয়েছিলেন।

banglainternet.com

২৩০৭ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ : وَلٰكِنِّي اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ

২৩০৭ ইব্ন সালাম (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে যাবেন না বলে কসম করেন। এ সময় তাঁর পা মচ্‌কে গিয়েছিলো। তাই তিনি ﷺ একটি চিলেকোঠায় অবস্থান করেন। একদিন উমর (রা.) এসে বললেন, আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাবো না; বলে কসম করেছি। তিনি ঊনত্রিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন এরপর তিনি অবতরণ করলেন এবং নিজের সহধর্মিণীদের কাছে আসেন।

١٥٥٠. بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلاَطِ اَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

১৫৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যে তার উট মসজিদের আঙ্গিনায় কিংবা মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখে

২৩০৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ فِيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ فَقَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৩০৮ মুসলিম (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের আঙ্গিনার পাশে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, এটা আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের পাশে ঘুরাফিরা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, উট ও তার মূল্য দু'টোই তোমার।

١٥٥١. بَابُ الْوُقُوْفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

১৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ লোকজনের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ানো ও পেশাব করা

banglainternet.com

২৩০৯ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

২৩০৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি। (রাবী বলেন) অথবা তিনি বলেছেন, নবী ﷺ এলেন লোকদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এরপর তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন (বিশেষ কারণে)।

١٥٥٢. بَابُ مَنْ اَخَذَ الْغُصْنَ وَ مَا يُؤْذِى النَّاسَ فِى الطَّرِيْقِ فَرَمٰى بِهِ

১৫৫২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ডালপালা এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু রাস্তা থেকে তুলে তা অন্যত্র ফেলে দেয়।

٢٣١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

২৩১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাদার গাছের একটি ডাল রাস্তায় পেল, তখন সেটাকে রাস্তা থেকে অপসারণ করল, আল্লাহ্ তার এ কাজকে কবূল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।

١٥٥٣. بَابٌ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِى الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ وَهِىَ الرَّحْبَةُ تَكُوْنُ بَيْنَ الطَّرِيْقِ ثُمَّ يُرِيْدُ اَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتَرَكَ مِنْهَا لِلطَّرِيْقِ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ

১৫৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ লোকজনের চলাচলের প্রশস্ত রাস্তায় মালিকরা কোন কিছু নির্মাণ করতে চাইলে এবং এতে মতানৈক্য করলে রাস্তার জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দিবে।

٢٣١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِى الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُعٍ

২৩১১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী ﷺ রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেওয়ার ফয়সালা দেন।

banglainternet.com

١٥٥٤. بَابُ النُّهْبٰى بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ اَنْ لاَنَنْتَهِبَ

১৫৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া। উবাদা (রা.) বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে এ মর্মে বায়আত করেছি যে, আমরা লুটপাট করব না।

٢٣١٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىَّ وَهُوَ جَدُّهُ اَبُوْ اُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةِ

২৩১২ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... 'আদী ইব্ন সাবিত (র.) -এর নানা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লুটতারাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَايَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ * وَعَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلَى النُّهْبَةِ قَالَ الْفِرَبْرِىُّ وَجَدْتُ بِخَطِّ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَفْسِيْرُهُ اَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ نُوْرُ الْاِيْمَانِ

২৩১৩ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মু'মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সাঈদ ও আবূ সালামা (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে লুটতরাজের উল্লেখ নেই। ফিরাবরী (র.) বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র.)-এর লেখা পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছি যে, আবূ আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

banglainternet.com

١٥٥٥. بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيْرِ

১৫৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর হত্যা করা

٢٣١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَيَقْبَلَهُ اَحَدٌ

২৩১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন, ইব্‌ন মারয়াম (ঈসা আ.) তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মত কেউ থাকবে না।

١٥٥٦. بَابٌ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِىْ فِيْهَا خَمْرٌ وَتُخْرَقُ الزِّقَاقُ فَاِنْ كُسِرَ صَنَمًا اَوْ صَلِيْبًا اَوْ طُنْبُوْرًا اَوْ مَالاً يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَاَتٰى شُرَيْحٌ فِى طُنْبُوْرٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَىْءٍ

১৫৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে মটকায় মদ রয়েছে, তা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে অথবা মশকে ছিদ্র করা হবে কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দিয়ে মূর্তি কিংবা ক্রুশ বা তানুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে। শুরাইহ (র.)-এর কাছে তানুরা ভেঙ্গে ফেলার জন্য মামলা দায়ের করা হলে তিনি এর জন্য কোন জরিমানার ফায়সালা দেন নি।

٢٣١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلٰى مَاتُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلٰى الْحُمُرِ الْاَنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوْهَا وَاهْرِقُوْهَا قَالُوْا اَلاَنُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوْا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ ابْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ يَقُوْلُ الْحُمُرُ الْاَنْسِيَّةُ بِنَصْبِ الْاَلِفِ وَالنُّوْنِ

২৩১৫ আবূ আসিম যাহহাক ইব্‌ন মাখলাদ (র.).... সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য। তিনি ﷺ বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশ্‌ত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত্ ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধুয়ে নিব কি ? তিনি

banglainternet.com

বললেন, ধুয়ে নাও। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, ইব্ন আবূ উয়াইস বললেন যে, الانسية। শব্দটি আলিফ ও নুনে যবর হবে।

٢٣١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِى يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْاٰيَةَ

২৩১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারপশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী ﷺ নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৭ ঃ ৮১)।

٢٣١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلٰى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِى الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا

২৩১৭ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার (কামরার) তাকের সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ছিল প্রাণীর ছবি। নবী ﷺ তা ছিড়ে ফেললেন। এরপর আয়িশা (রা.) তা দিয়ে দু'খানা গদি তৈরি করেন। এই গদি দু'খানা ঘরেই ছিল। নবী ﷺ তার উপর বসতেন।

١٥٥٧. بَابُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

১৫৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মাল রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়

٢٣١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

banglainternet.com

২৩১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।

١٥٥٨. بَابٌ اِذَا كَسَرَ قَصْعَةَ اَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

১৫৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ অন্য কারুর পিয়ালা বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে

٢٣١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ وَقَالَ ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩১৯ মুসাদ্দদ (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন খাদিমের মারফত এক পাত্রে খাবার পাঠালেন। তিনি তার হাতের আঘাতে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী ﷺ তা জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও। যে পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, সে পর্যন্ত নবী ﷺ পাত্রটি ও প্রেরিত খাদেমকে আটকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে দিয়ে একটি ভাল পাত্র ফেরত দিলেন। ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)...আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে।

١٥٥٩. بَابٌ اِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

১৫৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ (কারো) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে, তা হলে সে অনুরূপ দেয়াল তৈরি করে দিবে।

٢٣٢٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَائَتْهُ اُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَاَبٰى اَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ اُجِيْبُهَا اَوْ اُصَلِّي ثُمَّ اَتَتْهُ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لاَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَاَبٰى فَاَتَتْ رَاعِيًا فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ

banglainternet.com

وَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَ اَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ اَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِى قَالُوْا نَبْنِى صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا اِلَّا مِنْ طِيْنٍ

২৩২০ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরায়জ নামক একজন লোক ছিলেন। একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, সালাত আদায় করব, না কি তার জবাব দেব। তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ না দেখাও। একদিন জুরায়জ তার ইবাদত খানায় ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা বললেন, আমি জুরায়জকে ফাসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরায়জের! একথা শুনে লোকেরা জুরায়জের নিকট এলো এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল এবং তাকে গালিগালাজ করল। এরপর তিনি (জুরায়জ) উযূ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে, তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদত খানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিব। জুরায়জ বললেন, না মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

banglainternet.com